দুর্গাপুর বিমাননগরী বা এরোট্রোপলিশের স্বরূপ

একটি প্রতিবেদন

পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সমস্ত নিপীড়িত
মানুষের পাশে দাঁড়ান

অধিকার
শ্রমিকের অধিকার, আন্দোলন, গবেষণা ও সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা
বড়তোড়িয়া, মিঠানী, আসানসোল দূরভাষ ঃ ৯৯৩৩০৯৭৫৮০, ৯৯৩২৫৭৭২৩৫

দুর্গাপুর বিমাননগরী বা এরোট্রোপলিশের স্বরূপ ঃ

অণ্ডালে ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৫০০ একর জমিতে হতে চলেছে ভারতের প্রথম বেসরকারি বিমাননগরী। বিমাননগরী তৈরি করার মূল দায়িত্বে আছে বেঙ্গল এরোট্রোপলিস প্রজেক্ট লিমিটেড। বিমাননগরীর মালিক সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি ইনটারন্যাশানাল। বিমাননগরীর জন্য বর্ধমান কালেক্টারের অফিস থেকে সেকসান ৪(১) অনুসারে নোটিস দেওয়া হয়। বিভিন্ন দৈনিক কাগজে নোটিস ছাপান হয় ২০০৯-এর ডিসেম্বরের ১১ থেকে ২২ তারিখের মধ্যে। প্রথম পর্যায়ে ২৩৬২.৮৪ একর অধিগ্রহণের জন্য নোটিসে জানান হয় জমির সাথে স্বার্থ জড়িয়ে আছেন এমন যে কোনো ব্যাক্তির কোনো আপত্তি থাকলে জানাতে। কিন্তু গ্রামে গ্রামে ঢেরা পিটিয়ে বা পঞ্চাযেতের মাধ্যমে পাবলিক নোটিশের নিয়ম মেনে ৪(১) নোটিশ দেওয়া হয় নি। তার ফলে অনেকেই জানেন না এই নোটিশের কথা। যদিও বিমাননগরীর মালিক বলছেন সেকসান ৪(১) অনুসারে নোটিস দেওয়ার আগে তারা অনেকবার জমি মালিকদের সাথে কথা বলেছেন। প্রথম পর্যায়ের অণ্ডাল ব্লকের গ্রাম-অণ্ডাল, তামলা, দক্ষিণখণ্ড, উখরা, খাঁন্দরা, ময়রা, ভাদুর, ধুপচুরিয়া এবং ~~ফরিদপুর~~ [handwritten margin: ফরিদপুর] ব্লকের আমলোকা, ভাঙ্গরি, আরতি, পাটশাওড়া মৌজার জমি নেওয়া হবে। এই দুটি ব্লক বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর সাবডিভিশানে অবস্থিত। এর মধ্যে রায়তি জমি ২৩০৬.৩১ একর, খাস জমি ৫৬.৫৩ একর।

এই জমির উপর এলাকার মানষ কতটা নির্ভরশীল?

অণ্ডাল বিমাননগরীর জন্য প্রস্তাবিত এলাকায় পুরোটাই চাষের জমি। এটি কয়লা সমৃদ্ধ অঞ্চল হওয়ার এই এলাকায় সেচের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। বর্ষার জলে এই অঞ্চলের বেশিরভাগ জমিতে একবার চাষ হয়। তবে যেখানে জল পাওয়া যায় সেখানে, গম, আলু, সরষে, খেশারী, মসুর প্রভৃতি চাষ হয়। যেমন তামলা গ্রাম। গ্রামের পাস দিয়ে বয়ে চলেছে একটা জোড়। বর্ষায় জোড়ের জল উপছে পড়ে। এই গ্রামে ৫০ জন চাষী ও ৪৮ জন ভাগচাষী ও ৩০০ জন ক্ষেতমজুর আছেন। বেশিরভাগ ভাগচাষীরা বছরে দু'বার জমিতে ফসল ফলান। ৪৮ জন ভাগচাষীর মধ্যে অনেকেরেই জীবিকা শুধু চাষ। পুরো অঞ্চলের বেশ কিছু জমি মালিক বাইরে থাকে। তারা জমি ভাগে চাষ করায়। এলাকায় যে মালিকরা বসবাস করে তারা এবং যারা অন্য পেশায় যুক্ত তারা জমি বর্গা দেয়। এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমান নথিভুক্ত এবং অনথিভুক্ত বর্গাদার আছে। এখানে বিঘায় প্রায় দশ থেকে ১২ বস্তা মানে ৬০০-৭২০ কেজি ধান উৎপাদন হয়। চারটি গ্রামের চারটি পাড়ায় মোট ৫০ ঘর সমীক্ষা করে জানা যায় ভাগচাষীদের ৮০ শতাংশ সারা বছরের খাবার ধান ভাগচাষ করে উৎপাদন করে। ভাগচাষীরা নিজের ভাগের জমি ও অন্যের জমি মিলিয়ে বছরে ছয় মাস কাজ পায়। ক্ষেতমজুররা বছরে ৩-৬ মাস কাজ পায়। তামলা গ্রামের পিওন সোরেন আট বিঘা জমিতে ভাগ চাষ করেন। তা থেকে সারা বছরের ঘরে খাবার চালের সাথে সাথে জামাকাপড় ও দুই ছেলে মেয়ের পড়ার খরচও চালান। গত বছর ক্ষেতের ধান বিক্রী করে ছেলের ৮৮০ টাকা টিউসান খরচ দিয়েছেন। অনেকেই মাঠে গুগলি কুরিয়ে বা গরু পালন করে জীবিকার সংস্থান করেন যেমন — দক্ষিণখণ্ড গ্রামের ফনি বাউরি গরু চড়ানোর কাজ করেন। ১৫০ টা গরু

চড়ান এবং গরু প্রতি মাসে ১০ টাকা করে পান।

পুরো ১২টা মৌজায় ছোট বড় মিলিয়ে চাষীর সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজারের কাছাকাছি এখানে প্রত্যেকটা গ্রামেই একটা ভাল সংখ্যক ভাগচাষী আছে। কিন্তু তাদের সঠিক সংখ্যা এখনও পাওয়া যায় নি। জমি মালিকের সাথে যাতে সম্পর্ক খারাপ না হয় তার জন্য ভাগচাষীরা বর্গা রেকর্ড করায় নি। বিমাননগরীর কথা শুনে প্রায় ২৫০০ জন বর্গা রেকর্ডের জন্য আবেদন জমা করেছেন। তবে অজ্ঞাত কারনে বর্ধমানের জেলাশাসক নির্দেশ দেন ১৭-০৭-২০০৮ এর পর আর কোন আবেদন জমা নেওয়া হবে না। কিন্তু বিমাননগরীর জমি অধিগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা 'কৃষক - ক্ষেতমজুর সংগ্রাম কমিটি'র আন্দোলনের চাপে জেলাশাসক এই নির্দেশ তুলে নেয় এবং বর্গা রেকর্ডের আবেদন জমা নেয়।

এই অঞ্চলে মাটির তলায় কয়লা আছে। আমরা প্রায় ৬০-৭০ জন মানুষের সাথে কথা বলেছি। তার মধ্যে প্রায় ৫০-৬০ জন ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুর। এদের ৯৫ শতাংশ বলেছে কোলিয়ারী হলে অনেক বেশি মানুষ কাজ পাবে। পাশাপাশি সমান সংখ্যক মানুষ নানা ভাবে করে খেতে পারবে। তবে সম্পন্ন জমি মালিকরা কোলিয়ারী চান না। বিমাননগরীর প্রস্তাবিত প্রকল্প নিয়ে কোল ইণ্ডিয়ার আপত্তির পর তারা মুখ্যমন্ত্রীকে ১০০ জমি মালিকের সই সহ আবেদন পাঠিয়েছেন যে তারা কোলিয়ারী চায় না, বিমাননগরী চায়।

মূলত জমি মালিকদের সংগঠন 'কৃষি জমি ও জীবিকা রক্ষা কমিটি' এরা জমির উপযুক্ত দাম পেলে জমি দিতে রাজি হবে এবং এদের দাবি জমি মালিকের সাথে কোম্পানিকে সরাসরি আলোচনায় বসতে হবে। ৯৩৫ জন জমি মালিক সেকসান ৪(১)-এর অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি জমা দিয়েছে। আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের শুনানীতে ডাকলে তারা লিখিত ভাবে জানায় "That before acquisition of land Govt. should sit together with the land owners positivily regarding the fixsation of ligitemate price and the pacage........ That we came to know from various reliable sources that the proposed land likely to be used not in the interest of public purpose but the major portion will be used for commertial purpose of their own like, (1) Housing Project. (Golf Course (3) Amusment Park (4) Hotel (5) Shoping Complex (6) Mall etc. which may disbalance the ideology of the locality and also the ecological balance.

That the price has been fixed for aerotropolice not as per our expectation".

তবে জমি মালিকদের মধ্যেও অন্য মত আছে। বেশ কিছু জমি মালিক বলেছেন 'জমি আমরা ছাড়তে চাই না। এই জমি আমাদের মায়ের মত। এই জমি চাষ করে আমাদের বাবারা বড় হয়েছে। আমরা লেখাপড়া শিখেছি। তিনতলা বাড়ি হয়েছে। বাড়িতে চারটে মটর সাইকেল। জমি চলে গেলে আমাদের অসুবিধাই হবে। পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে আমরা জমি ছানতে বাধ্য হচ্ছি। বিমাননগরী না হলেই ভাল'। দু-এক জনের মতে

বিমাননগরী হলে 'দুনিয়া মুঠোয়' চলে আসবে।

অন্যদিকে বর্গাদাররা গড়ে তুলেছে 'কৃষক - ক্ষেতমজুর সংগ্রাম কমিটি'। আমরা সমীক্ষায় দেখেছি তারা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও কর্মসংস্থানের কথা বললেও বিমাননগরী তারা চান না। এই কমিটির সাথে যুক্ত বেশীরভাগ মানুষ বিমান নগরী চান না। বাড়ির মেয়েরা স্পষ্ট করে বলছে তারা জমি দিতে চায় না। জমি চলে গেলে খাব কি? সমীক্ষায় ৫০ ঘরের মধ্যে ৪৩ ঘর বর্গাদার। এরা নথিভুক্ত বর্গাদার নয়। এক জনের মাত্র রেকর্ড হয়েছে। ১১-২-০৯ থেকে ১৪-২-০৯ তারিখের মধ্যে ২১৬ জন বর্গাদার সেকসান ৪(১) অধিগ্রহনের বিরুদ্ধে আপত্তি জমা দিয়েছে। আপত্তিতে তারা জানিয়েছে "এই জমির উপর চাষবাসের দ্বারা আমাদের সংসার কোনমতে চলে। এই জমি চলে গেলে আমাদের পরিবারের সকলে খেতে না পেয়ে মারা যাবে। তখন আমাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় থাকবে না। উক্ত জমির ভাগচাষী হিসাবে আমি জানাচ্ছি - জমিতে চাষ করা আমি ছাড়ব না। আমি এবং আমার পরিবারের সকলের রক্তের বিনিময়েও উক্ত জমি রক্ষা করবো"।

কেন ও কাদের জন্য এই বিমাননগরী?

দুর্গাপুর বিমাননগরীর মধ্যে থাকবে একটা বিমানবন্দর ও তাকে ঘিরে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে বাণিজ্য অঞ্চল। বাণিজ্য অঞ্চলে থাকবে উপনগরী, উন্নত মানের হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, শপিং মল, বুটিক সেন্টার, মিউজিয়াম, স্পা ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। তাছাড়া থাকবে থিম পার্ক, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, গল্ফ কোর্স। তার সাথে হবে শিল্পতালুক। পৃথিবীতে সমস্ত বিমাননগরীর 'মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল' ও 'সেজ' বা 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' নিয়ে তৈরি হয়েছে। নাগপুরে একটি বিমাননগরীর উদ্যোক্তা মহারাষ্ট্র এয়ারপোর্ট ডেভলপমেন্ট অথরিটির প্রধান আর সি সিনহার মতে 'সেজ ছাড়া বিমানবন্দর চলবে না, বিমানবন্দর ছাড়া কেউ সেজে আসবে না।' অণ্ডালে বিমাননগরীকে সেজ বলে ঘোষণা না করলেও এই বিমাননগরীর আইন-কানুন দেশের আইন ব্যবস্থার নাগালের বাইরে থাকবে। বিমাননগরীর নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা থাকবে। দেশের ভিতরে আর একটা বিদেশ। আমরা দেখেছি জিন্দালরা ইস্পাত কারখানার জন্য জমি নিয়ে নেবার পর ঘোষণা করেছে সেটি একটি সেজ হবে। দিল্লী এয়ারপোর্টকে ঘিরে যে বিমাননগরী ৫৬০০ একর জমিতে গড়ে উঠবে সেখানে ১০০০ একরে সেজ করার প্রস্তাব হয়েছে।

বিমাননগীর বাণিজ্য অঞ্চলে ব্যবসার সামগ্রী পরিবহন করা হবে বিমানে। মুক্ত অঞ্চল হবার জন্য কোন কর লাগবে না। যে সমস্ত ব্র্যাণ্ডের জিনিষ বিক্রী হবে তা সমস্ত বিদেশী কোম্পানীর। দিল্লী এয়ারপোর্ট নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনায় বিমাননগরীর মধ্যে শপিং মলগুলোতে নাইক, কেলভিন ক্লেইন, ইত্যাদি ব্র্যাণ্ডের জিনিষ বিক্রি হবে। অথচ অণ্ডালে বেঙ্গল এরোট্রো পলিস কোম্পানী লিমিটেড ক্ষতিপূরণের প্যাকেজে ঘোষণা করেছে — জমিহারাদের কিছু কিছু করে নগরীর ভিতরে ব্যবসা করার জন্য জায়গা দেওয়া হবে। একই সাথে বেঙ্গল এরোট্রোপলিস প্রজেক্ট লিমিটেড তার প্রচার পত্রে বলছে বড় বড় শপিং মল করার কথা। বড় জমির মালিক অনেকে ভাবছেন বিমাননগরীতে জমি দিলে অনেক বেশি দাম পাবেন এবং সেই টাকায় নগরীর ভিতরে বা বাইরে ব্যবসা করে আরও অর্থনৈতিক উন্নতির স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু বড় বড় বিদেশী ও কর্পোরেটের ব্র্যাণ্ডের সাথে

অঞ্চলের বর্তমান জমিমালিকরা নিশ্চিত ভাবেই পারবেন না।

বিমাননগরীর মধ্যে যে শিল্পতালুক সেখানে তৈরি হবে মূলত আই টি পার্ক বা তথ্য-প্রযুক্তি শিল্প এবং এই শিল্পের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো। তাছাড়া থাকবে বিমান রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা। আগে যে সব বিমাননগরী হয়েছে প্রত্যেকটি সেজ হয়েছে। যেমন - হংকং, ডেট্রয়েট, আমস্টারডাম, চীনের বিমাননগরী, থাইল্যাণ্ডের কর্ণসুবর্ণ ইত্যাদি। তার ফলে আজ যারা কৃষি কাজের মত স্বাধীন জীবিকার সাথে যুক্ত তারা হবে কাজের এবং জীবনের নিরাপত্তাহীন বাধা শ্রমিক। তাদের কাজের ঘন্টার কোনো হিসাব থাকবে না। কাজ করতে করতে মরে গেলেও কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। কারণ সেখানে সেই দেশের কোনো আইনি ব্যবস্থা চলবে না। কেউ যদি বা কাজ পায় তা বিমাননগরীর উচ্চবিত্তের বাড়িতে ঝি-এর কাজ এবং উঁচু দিয়ে উড়ে আসা মানুষের জুতো পালিশের কাজ। সমীক্ষার সময় কয়েকজন জমি হারাতে বসা মানুষ বলেন – 'বিমাননগরী হলে জমির মালিকরা হবে দিন মজুর ও দিন মজুররা হবে ভিখিরি।' বিমাননগরীতে হোটেল হবে, পার্ক হবে, রেষ্টুরেন্ট হবে, আমাদের মেয়েরা রাত্রিবেলা কাজ পাবে।'

বিমাননগরী কোনো নতুন কাজের সংস্থান করবে না। পাশাপাশি হাজার হাজার মানুষের জীবিকা কেড়ে নেবে। আর ভদ্রমজুরির চাকরী পাবে উঁচু প্রযুক্তিতে শিক্ষিতরা। এলাকার সাধারণ মানুষের কোনো চাকরী এখানে নেই। তাছাড়া বর্তমানে ধীরগতির শহর থেকে পরিষেবা ক্ষেত্র উঠে আসছে বিমাননগরীতে। স্কিপুল বিমাননগরী তার উদাহরণ। আমস্টারডামের বাসিন্দারা রাত্রে যখন শহরের অন্যান্য দোকান বন্ধ হয়ে যায় তখন বিমাননগরীর শপিং মলে বাজার করতে আসেন। বিমাননগরীর সমস্ত ব্যবস্থাই বিমানে করে উঁচু দিয়ে উঠে আসা যাত্রীদের আরামের জন্য। উড়ে এসে জেট ল্যাগ কাটানোর জন্য এবং স্পা ও ফিটনেস সেন্টারে শরীর চাঙ্গা করার পর শপিং বা আমোদ-প্রমোদের জন্য। অন্যদিকে যেসব মানুষের নিজের জমি এবং জীবিকার সংস্থানের জমির উপর এই নগরী গড়ে উঠবে তারা ভারতবর্ষের সস্তা শ্রমের বাজারে বাড়তি সংখ্যা হয়ে ৪০ থেকে ৭০ টাকা মজুরিতে কাজে করে ঘুরে বেড়াবেন।

বিমাননগরী বা এরোট্রোপলিশে নতুন কি হবে?

২০০০ সালে জন ডি কার্সাদার মাথায় আসে বিমাননগরী বা এরোট্রোপলিশ এর ভাবনা। কার্সাদা নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনান ফ্লেগার বিজনেস স্কুলের কেনান ইন্সটিটিউড অফ প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের ডিরেক্টার। দ্রুতগতির শহর। বাকি পুরোনো শহর ধীর গতির শহর। অষ্টদশ শতকের শহর গড়ে উঠেছিল সমুদ্রবন্দরকে ঘিরে, উনবিংশ শতকের শহর ছিল রেল স্টেশনকে ঘিরে, বিংশ শতকের শহর বড়বড় হাইওয়ের ধারে। বর্তমানের শহর গড়ে উঠেছে বিমান বন্দরকে ঘিরে। আমরা আগেই দেখেছি বিমাননগরীতে সেই দেশের কোনো আইন চলবে না। তার নিজের আইন থাকবে। পুরোনো শহরের সাথে বড় পার্থক্য এখানেই। সেই শহর ছিল সেই দেশের সম্পদ। বিমাননগরী হবে কোনো একজন মালিক বা বহুজাতিক বা কর্পোরেট সংস্থার সম্পত্তি। এই বহুজাতিক বা কর্পোরেট সংস্থার হাতেই থাকবে নগরীর শাসনব্যবস্থা। তাছাড়া 'মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল' ও 'সেজ' বা 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' হবার ফলে সস্তার

শ্রমিক দিয়ে ও সমস্ত ধরনের কর ফাঁকি দিয়ে সস্তায় জিনিষ ও পরিষেবা বেঁচতে পারবে। কোনো বিমাননগরীতে সেই দেশের কোনো শাসন বা নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও সেই দেশকেই পুঁজির মালিক বা বহুজাতিক বা কর্পোরেট সংস্থার মুনাফা বাড়ানোর জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

শুধু এখানেই শেষ নয়। বিমানের ভাড়া কমে যাওয়ায় বিমান চলাচল যে হারে বেড়েছে তাতে দ্রুত গতির সাথে সাথে দ্রুত হারে পরিবেশ দূষণ বেড়েছে। প্রতি কিলোমিটারে একজন যাত্রী পিছু কার্বন-ডাই-অক্স াইড ও নিউট্রোজেন নিঃসরণের মাত্রা সড়ক পথের প্রায় দ্বিগুণ, রেল পথের পাঁচ গুণ। প্রতি কিলোমিটারে এক মেট্রিক টন মাল পরিবহন করতে বিমান পথে ৫৫০ গ্রাম, সড়ক পথে ৫৫ গ্রাম, রেল পথে ১০.৫ গ্রাম, জল পথে ৫ গ্রাম কার্বনডাই অক্সাইড নিঃসরণ করে। এই পরিবেশ দূষণকারি গ্যাসগুলো বিমানের উচ্চতায় নিঃসরণের কারণে মাটির কাছাকাছি নিঃসরণের থেকে ২.৭ গুণ বেশি ক্ষতি করে। বিমানের জ্বালানির খরচও সব থেকে বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিমান পরিষেবায় প্রচুর ভর্তুকির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার সেপ্টেম্বর মাস থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে বিমানের জ্বালানির দাম কমিয়েছে এক তৃতীয়াংশ। জ্বালানির উপর কাষ্টম ডিউটি কমিয়েছে ৫ শতাংশ। বিমানের জ্বালানি তেল একদিন ফুরিয়ে যাবে। এই তেল পৃথিবীতে পুণরায় হয় না।

বিশ্বজোড়া মন্দার বাজারে আজ যেভাবে ক্রমশঃ লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, আর একের পর এক কল কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেখানে বিমাননগরী বা কেমিকাল হাব করে এলাকার প্রচুর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লোভ মানুষকে দেখানো হচ্ছে। পুঁজি মন্দার গ্রাস থেকে উদ্ধার পেতে সস্তার শ্রম আর মানুষের স্বাধীন জীবিকার ধ্বংস করে এই ধরনের মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল তৈরি করছে। কর বিহীন বিপননের নতুন অঞ্চল তৈরি বিমাননগরী বা এরোট্রোপলিশ-এর প্রধান উদ্দেশ্য।

বিমাননগরীর জন্য প্রস্তাবিত এলাকার ঘরের কাছে বন্ধ অসংখ্য কারখানা। যেমন – এম এ এম সি, গ্লাস ফ্যক্টরী, অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, সাইকেল কারখানা, সেনর‍্যালে, বেঙ্গল পেপার মিল আরো অগুন্তি কারখানা বন্ধ। রাষ্ট্রায়ত্ত কোল কোম্পানির প্রায় সব কোলিয়ারী মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার বিমাননগরী করছে, বিমানের জ্বালানী তেলে ভর্তুকি দিচ্ছে। কিন্তু বন্ধ কল কারখানা খোলার ব্যপারে বা মুমূর্ষ কোলিয়ারী বাঁচানোর জন্য কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এখানেই খুব স্পষ্ট বিমাননগরী বহুজাতিক বা কর্পোরেট সংস্থার পুঁজির মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে গড়ে উঠছে। সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য নয়।

কাজেই দুর্গাপুর বিমাননগরীর যে প্রকল্প বেশীরভাগ সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কৃষক ছোট ব্যবসায়ী, সাধারণ চাকরিজীবি এবং বেকার মানুষের আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি ঘটাবে না, আসুন আমরা তার তীব্র বিরোধীতা করি। অঞ্চলে বিমাননগরীর জন্য প্রস্তাবিত এলাকার মানুষদের ভুল বুঝিয়ে বা জোর করে জমি অধিগ্রহণের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে আসুন আমরা সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগঠন ও ব্যক্তি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অঞ্চলের চাষি, বর্গাদার, ক্ষেতমজুর ও জমির উপর নির্ভরশীল সমস্ত মানুষের পাশে দাড়াই।

অধিকার সংগঠনের পক্ষে সুদীপ্তা পাল কর্তৃক প্রচারিত এবং এক্সেল কম্পিউটার, আসানসোল থেকে মুদ্রিত